তারিখ 20 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

দৈনিক খবর

অনিশ্চয়তার মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে

অতঃপর সিন্ডিকেট এক জরুরী সভায় ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাঃ বিঃ খোলার ঘোষণা দিলেন। এবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার পর ছাত্র সংগঠনগুলো নির্বিকার ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম প্রতিবাদ করেছিল ১৫ জন ছাত্র পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে। তারা হলেও থেকে ছিল প্রথম কয়েকদিন। তাদের দাবী ছিল সন্ত্রাসের কারণে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে হল খালি করা অযৌক্তিক। তারা ভিসির সিদ্ধান্ত মানতে অপারগ। তাই তারা হলে থাকবে। পরে ঢাঃ বিঃ শিক্ষা সংগ্রাম কমিটির নামে বেশ কিছু কর্মসূচী পালিত হয়েছে। সংসদের স্পীকারের কাছে এ ব্যাপারে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। ১৭ আগস্ট প্রতিবাদ হিসেবে দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত হলে অবস্থান কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

ঢাঃ বিঃ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খুলছেন সন্ত্রাস রোধে কোন প্রকার গ্যারান্টি ছাড়াই। অবশ্য তারা অভিভাবক সমাবেশ করেছেন। যদিও সেখানে বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। ঢাঃ বিঃ শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সভা হয়েছে। ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া বাকী সব ছাত্র সংগঠন তাতে অংশগ্রহণ করেছিল। গতানুগতিক আলোচনা হয়েছে প্রতিবারের মতই। আমরা আশা করেছিলাম- সন্ত্রাসের কারণ যেহেতু রাজনৈতিক তাই এবার বড় দু'টি রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে একটা সমঝোতায় আসবে। সন্ত্রাস নির্মুলের জন্য বিএনপি সরকারের উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলোর মহাসম্মেলন হয়েছে গত ১২ জুলাই। দুঃখজনক হলেও সত্য তার পরই সারাদেশে সন্ত্রাসের রাম রাজত্ব কায়েম হয়েছে। সন্ত্রাস বিষয়ে সংসদে দু'দিন নিষ্প্রভ আলোচনা হয়েছে। কারণ খুব কমসংখ্যক সাংসদ এতে উপস্থিত ছিলেন। তারপর সন্ত্রাস প্রতিরোধের বিষয় উদঘাটনের জন্য আইনমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজকে সভাপতি করে ১৫ সদস্যের সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। যদিও কমিটি এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হয়নি। তাই সরকারের এসব ভাল ভাল উদ্যোগ জাতিকে সে রকম অশ্ব ডিম্ব উপহার দিল, এবার কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে আমাদের উপহার দিলেন অনেক কিছু। শোনা যাচ্ছে এবং পত্রিকায়ও এসেছে ভিসি জনাব মনিরুজ্জামান মিয়া আর থাকছেন না- তিনি কূটনৈতিক দায়িত্ব পেতে পারেন। আরেকজন আবার আসবেন নতুন চমক নিয়ে যেমন এসেছিলেন বর্তমান ভিসিও। চুন্নু হত্যার পর তৎকালীন ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান যখন অপসারিত হন তখন তো আমাদের ভিসি "সন্ত্রাসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হবে না" এই জেহাদ ঘোষণা করেই এসেছিলেন। ছাত্র সমাজের কাছে তিনি ছিলেন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। ভিসি হবার পর তিনি হলে ছাত্রদের অবস্থা দেখার জন্য যেতেন, তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। অবশেষে তাঁকেও হয়তো অনেক অপারগতা নিয়ে যেতে হতে পারে। এ যেন সেই 'কদল্ল অ ণর্ভর্ণরগঢ, দল্ল অ থম.'

রাজনৈতিক দলগুলো উপ-নির্বাচন এবং গণভোটে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অতএব, যাক ভেসে যাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়, সন্ত্রাস এসব তো তুচ্ছ ব্যাপার। আর তাইতো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার পর আবার সেই অস্ত্রবাজি, ভাংচুর এবং বন্ধ ঘোষণা। আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বিংশ শতাব্দীর সেই হালাকু খান আর চেংগিস খানরা ধর্মের নামে তরবারী উঁচিয়ে দখল করে রেখেছে। অতএব, ঢাঃ বিঃ-এ 'শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' খুলে দাও- দেখা যাক।

মাঝখানে অযথা এই দিন গুজরান। পার্ট টাইম, টিউশনি ধরে রাখার জন্য মেসের মানবেতর জীবনযাপন, কয়েক দফা পরীক্ষা পেছানোর গ্লানি, ভয়ার্ত পিতার চোখে প্রশ্নবোধক হয়ে ঝুলে থাকা। আর ভিসি মতিউর রহমান নিজামীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন। আবার ৫২ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদদ যোগাবার অভিযোগ এনেছেন। এখন তাঁকে প্রমাণ করতে হবে এসব শিক্ষকরা সন্ত্রাসের সাথে জড়িত। সন্ত্রাসের কারণ রাজনৈতিক। এর সমাধানও রাজনৈতিকভাবেই সম্ভব- তাই তো সবাই বলে। আগেই বলেছি বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে এসব বিষয়ে ফয়সালা না করেই। শোনা যাচ্ছে বিএনপি সরকার উপ-নির্বাচন, সংসদ পদ্ধতি নিয়ে গণভোট সম্পন্ন করে নির্বাহী ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে মুক্ত হাতে সন্ত্রাসীদের টাইট দেবে। ততদিন আমরা অপেক্ষা করি।

আবু আলী
প্রাক্তন বিজ্ঞান মিলনায়তন
সম্পাদক, ডাকসু
ফার্মেসী শেষ বর্ষ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।